(গ) উডের ডেস্‌প্যাচ (১৮৫৪)

৮. প্রেক্ষাপট ঃ

মেকলের মন্তব্যে দেশীয় শিক্ষাকে অবহেলা করে গণশিক্ষার বদলে চুঁইয়ে নামার নীতি গৃহীত হওয়ায় বিদ্যাসাগর, লর্ড হার্ডিঞ্জ, লর্ড ডালহৌসি প্রভৃতি ব্যক্তিরা দেশীয় প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষা শিক্ষার দাবিতে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি গৃহীত হওয়ায় মিশনারিরা ক্ষুব্ধ হলেন। প্রশাসনিক কাজে ও শিল্প ও কলকারখানায় শিক্ষিত ভারতীয় কর্মচারী প্রয়োজন হল। ফলে শিক্ষাক্ষেত্রে সৃষ্টি হল নতুন চাহিদা ও সমস্যা। শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদের শিক্ষা ও নারী শিক্ষার দাবি বৃদ্ধি পেতে লাগল। পুরাতনের জের এবং নতুন সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই রচিত হল ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার ভিত্তি স্বরূপ সুবিখ্যাত উডের ডেস্‌প্যাচ। ১৮৫৩ সালে কোম্পানির সনদ নবীকরণের সুযোগে ভারতীয় শিক্ষার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে পার্লামেন্টে অনুসন্ধানের সুযোগ ঘটলো। এই অনুসন্ধানের ফলে নিয়ন্ত্রক সভার সভাপতি চার্লস উডের নামে রচিত শিক্ষা দলিল ভারতবর্ষে এল ১৮৫৪ সালে।

৮.৪.১ ডেস্‌প্যাচের বর্ণিত শিক্ষার উদ্দেশ্য ঃ

(১) ভারতীয়দের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞানের প্রসার ঘটানো।

(২) পাশ্চাত্য শিক্ষার মধ্য দিয়ে যোগ্য নৈতিক বুদ্ধি সম্পন্ন বিশ্বাসী কর্মচারী সৃষ্টি করা।

(৩) এইসব কর্মচারীদের ইউরোপীয় ব্যাবসা-বাণিজ্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলা যাতে ইংল্যান্ডের কারখানাগুলির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল এদেশ থেকে সরবরাহ নিশ্চিত হয় এবং ইংল্যান্ডে উৎপন্ন পণ্যের যাতে ভারতের বাজারে অফুরন্ত চাহিদা সৃষ্টি হয় তার ব্যবস্থা করা।

তাই ডেস্‌প্যাচে ঘোষণা করা হল ভারতে যে পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তার করা হবে সেখানে থাকবে ইউরোপীয় কলা, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য।

৮.৪.২ শিক্ষার মাধ্যম ঃ

ডেস্‌প্যাচে বলা হয় উচ্চশিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরেজি ভাষা। তবে মাতৃভাষার ঐতিহ্য এবং সামাজিক মূল্যের স্বীকৃতি হিসাবে এবং গণশিক্ষার বাহনরূপে মাতৃভাষাকে উৎসাহিত করা হবে। প্রয়োজনবোধে মাতৃভাষার মাধ্যমে উচ্চ-বিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষার জন্য দেশজ বিদ্যালয়কে উৎসাহ দেওয়া হবে।

৮.৪.৩ ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ঃ

ডেস্‌প্যাচে ঘোষিত হল যে সরকারী বিদ্যালয়ে ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষাই চলবে। বেসরকারি বিদ্যালয়ে নিজ দায়িত্বে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা করলেও তা স্বীকার করা হবে না।

৮.৪.৪ পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ঃ

সমগ্র দেশের শিক্ষার আয়োজনকে সুষ্ঠুরূপ দেওয়ার জন্য একটি সুচিন্তিত পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনার সুপারিশ করা হয়।

সুপারিশ ১ ঃ ডেস্‌প্যাচে কোম্পানি অধিকৃত বাংলা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাব — এই পাঁচটি প্রদেশে একটি করে শিক্ষা বিভাগ স্থাপন করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই শিক্ষা বিভাগ পরিচালিত হবে জনশিক্ষা অধিকর্তার নিয়ন্ত্রণে। তাঁর অধীনে থাকবে একদল পরিদর্শক। তাঁরা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা, শিক্ষাদান সম্পর্কে পরামর্শদান করবেন এবং শিক্ষার সামগ্রিক উন্নয়ন সম্পর্কে সরকারের কাছে বার্ষিক রিপোর্ট পেশ করবেন।

সুপারিশ ২ ঃ ডেস্‌প্যাচে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপরিশ করা হয়। তৎকালীন লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ধাঁচে কলকাতা, মাদ্রাজ এবং বোম্বাইতে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের কথা বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হবে পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রী প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। তবে ক্রমশ পাঠদানের দায়িত্ব গ্রহণের বিষয়টিরও উল্লেখ করা হয়।

সুপারিশ ৩ ঃ ভারতের সর্বত্র প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষার জাল বিস্তারের পরিকল্পনা রচিত হয়। এই শিক্ষা ব্যবস্থার উপরে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা। এই শিক্ষা বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত কলেজগুলির মাধ্যমে প্রসারিত হবে। এই স্তরের নীচের দিকে থাকবে মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর সকলের নীচের দিকে থাকবে প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এই সব প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার করা হবে। সর্বসাধারণের প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্য তাই মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়।

দেশব্যাপী এই পরিকল্পনা সরকারের পক্ষে এককভাবে পরিচালনা করা সম্ভব নয় বলে ডেস্‌প্যাচে বেসরকারি প্রচেষ্টাকে কিছু শর্তসাপেক্ষে অনুদান প্রদানের দ্বারা উৎসাহিত করার সুপারিশ করা হয়।

শিক্ষক শিক্ষণ ঃ শিক্ষকদের শিক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয়। শিক্ষার্থী শিক্ষকদের সরকারি বৃত্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়।

বৃত্তি শিক্ষা : শুধুমাত্র সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ডেস্‌প্যাচে বৃত্তি শিক্ষার জন্য আইন। চিকিৎসা বিদ্যা, কারিগরি বিদ্যা প্রভৃতির ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে করার সুপারিশ করা হয়েছে।

অন্যান্য সুপারিশ : ডেস্‌প্যাচে নারী শিক্ষা, অনগ্রসর মুসলিমদের শিক্ষার ও বিশেষ ব্যবস্থা করার সুপারিশ করা হয়।

৮.৪.৫ সমালোচনা :

ঐতিহাসিক জেমস্ বলেছেন ভারতের শিক্ষাক্ষেত্রে এর আগে যা ঘটেছে, উডের ডেস্‌প্যাচে তা পরিণতি লাভ করেছে; পরে যা হয়েছে তার উৎসও এখানে। শিক্ষার সর্বনিম্ন ক্ষেত্র থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত এই শিক্ষা পরিকল্পনার দৃষ্টি প্রসারিত। তবে ভারতের শিক্ষা সম্পর্কিত দলিল রচনায় রচয়িতারা বণিক সুলভ মনোভাবের পরিচয় দিয়ে নিন্দনীয় কাজ করেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাঠামো তৈরির ক্ষেত্রে ডেস্‌প্যাচ রচয়িতারা জাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেছিলেন। ঐতিহাসিক জেমস্ এই ডেস্‌প্যাচকে ম্যাগনা কার্টা বলে অভিনন্দিত করেছেন ঠিকই কিন্তু এতখানি প্রশংসা এর প্রাপ্য নয়। ম্যাগনা কার্টা বললে জনগণের কতগুলি অধিকারের সরকারী স্বীকৃতি বোঝায় কিন্তু উডের ডেস্‌প্যাচে শিক্ষা প্রসারের সদিচ্ছা থাকলেও সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষায় ভারতীয়দের অধিকার স্বীকৃত হয় নি।